

# অনুশোচনা: হৃদয়ের এক আমূল পরিবর্তন

অনুতাপ (গ্রিক শব্দ ‘মেটানোইয়া’ থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ ‘মন বা চিন্তাভাবনা পরিবর্তন করা’) হলো পাপ থেকে ফিরে এসে ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে একাত্ম হওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। এটি কেবল অনুশোচনা বা দুঃখ নয়, বরং এক নতুন জীবনধারার প্রতি আন্তরিক অঙ্গীকার, যা জীবনে দৃশ্যমান ফল উৎপন্ন করে। এই অধ্যয়নটি অনুতাপের জন্য বাইবেলের আহ্বান, পরিত্রাণের জন্য এর প্রয়োজনীয়তা এবং এর রূপান্তরকারী প্রভাব অন্বেষণ করে।

## ১. অনুশোচনা পরিত্রাণের দিকে পরিচালিত করে

শাস্ত্রপদ: ২ করিন্থীয় ৭:১০-১১ “ঈশ্বরভক্তিপূর্ণ দুঃখ অনুতাপ নিয়ে আসে, যা পরিত্রাণের দিকে পরিচালিত করে এবং কোনো অনুশোচনা রাখে না; কিন্তু জাগতিক দুঃখ মৃত্যু নিয়ে আসে। দেখ, এই ঈশ্বরভক্তিপূর্ণ দুঃখ তোমাদের মধ্যে কী উৎপন্ন করেছে: কী একাগ্রতা, নিজেদের নির্দোষ প্রমাণ করার কী আগ্রহ, কী ক্রোধ, কী উদ্বেগ, কী আকুলতা, কী চিন্তা, এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হতে দেখার কী প্রস্তুতি।”

ক. ঈশ্বরীয় দুঃখ বনাম জাগতিক দুঃখ। ঈশ্বরীয় দুঃখ পাপের গভীর উপলব্ধি এবং ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে একাত্ম হওয়ার আকাঙ্ক্ষা থেকে উদ্ভূত হয়, যা প্রকৃত অনুতাপ ও পরিত্রাণের দিকে পরিচালিত করে। এর বিপরীতে, জাগতিক দুঃখ হলো এক ধরনের অগভীর অনুশোচনা—যা প্রায়শই পাপের পরিবর্তে তার পরিণতির জন্য হয়ে থাকে—যার ফলে কোনো স্থায়ী পরিবর্তন আসে না এবং পরিণামে আত্মিক মৃত্যু ঘটে। উদাহরণ: কল্পনা করুন, আপনি দ্রুতগতিতে গাড়ি চালাচ্ছিলেন এবং পুলিশ আপনাকে থামিয়েছে। জাগতিক দুঃখ হলো ধরা পড়ার জন্য দুঃখ করা, এবং সম্ভবত পরে আবার দ্রুতগতিতে গাড়ি চালানো। ঈশ্বরীয় দুঃখ হলো আইন ভঙ্গ করা এবং অন্যদের বিপদে ফেলার জন্য প্রকৃত অনুশোচনা, যা নিরাপদে গাড়ি চালানোর প্রতিজ্ঞা করতে উৎসাহিত করে। অতিরিক্ত পদ: রোমীয় ৬:২৩ - “কারণ পাপের মজুরি মৃত্যু, কিন্তু আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টে ঈশ্বরের দান অনন্ত জীবন।” এটি অনুতাপের গুরুত্বকে তুলে ধরে: মৃত্যুর পরিবর্তে জীবনকে বেছে নেওয়া।

খ. প্রকৃত অনুতাপ দৃশ্যমান ও উদ্যোগী হয়। অনুতাপ কেবল একটি অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন নয়, বরং মনোভাব ও কর্মে একটি উদ্যোগী পরিবর্তন। এটি বাস্তব ফল উৎপন্ন করে—আন্তরিকতা, আগ্রহ এবং ধার্মিকতার প্রতি অঙ্গীকার (২ করিন্থীয় ৭:১১)। অতিরিক্ত পদ: মথি ৩:৮ - “অনুতাপের উপযুক্ত ফল উৎপন্ন কর।” এটি এই বিষয়টির উপর জোর দেয় যে, অনুতাপের ফলে অবশ্যই একটি রূপান্তরিত জীবন আসবে, যা অন্যদের কাছে দৃশ্যমান হবে।

প্রশ্ন ১: আপনার আচরণে কি কখনো এমন কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে, যা দেখে অন্যরা বলেছে, “তোমার কী হয়েছে? তুমি তো অন্যরকম হয়ে গেছো”? এই পরিবর্তনের কারণ কী ছিল?

## ২. অনুতাপ হলো ঈশ্বরের দিকে প্রত্যাবর্তন

শাস্ত্রপদ: প্রেরিত ৩:১৯ “অতএব, অনুতাপ কর এবং ঈশ্বরের দিকে ফির, যেন তোমাদের পাপ মুছে যায় এবং প্রভুর কাছ থেকে সতেজতার সময় আসে।”

ক. অনুতাপ সতেজতা নিয়ে আসে। অনুতাপ কোনো বোঝা নয়, বরং এক স্বস্তি। ঈশ্বরের দিকে ফিরলে পাপ মুছে যায় এবং আধ্যাত্মিক নবীকরণ ও আনন্দ আসে। এটি একটি নতুন শুরু, যা ঈশ্বরের সাথে আমাদের সম্পর্ক পুনরুদ্ধার করে। অতিরিক্ত পদ: যিশাইয় ১:১৮ - “এসো, আমরা এই বিষয়ের নিষ্পত্তি করি,” প্রভু বলেন। “যদিও তোমাদের পাপ সিঁদুরের মতো লাল, তবুও তা বরফের মতো সাদা হয়ে যাবে।” এটি অনুতাপের শুদ্ধকারী এবং পুনরুদ্ধারকারী শক্তিকে তুলে ধরে।

খ. অনুতাপ কাজের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। শাস্ত্রপদ: প্রেরিত ২৬:২০ - “আমি এই বলে প্রচার করেছিলাম যে, তারা যেন অনুতাপ করে ঈশ্বরের দিকে ফেরে এবং নিজেদের কাজের দ্বারা তাদের অনুতাপ প্রকাশ করে।” অনুতাপ হলো একটি সিদ্ধান্ত যা জীবনযাত্রায় আমূল পরিবর্তন আনে। এটি কেবল কথা বা অনুভূতি নয়, বরং একটি অঙ্গীকার যা আমাদের জীবনযাপনের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়—আজ্ঞাপালন, সেবা এবং অন্যের প্রতি ভালোবাসার দ্বারা। অতিরিক্ত পদ: লুক ৩:৮-১৪ - বাপ্তিস্মদাতা

যোহন অনুতাপের প্রমাণ হিসেবে নির্দিষ্ট কিছু কাজের (দরিদ্রদের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া, সততা, সন্তুষ্টি) আহ্বান জানান, যা দেখায় যে এটি বাস্তবসম্মত ও পরিমাপযোগ্য।

প্রশ্ন ২: আপনি কি ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করতে আগ্রহী, নাকি আপনাকে বাধ্য করতে হয়? আপনার জীবনের কোন কাজগুলো ঈশ্বরমুখী হৃদয়ের প্রতিফলন ঘটায়?

### ৩. পাপের প্রতি একটি চরম মনোভাব

ধর্মগ্রন্থ: মথি ৫:২৯-৩০ □□□□□; যদ্যি তোমার ডান চোখ তোমাকে পাপের পথে চালিত করে, তবে তা উপড়ে ফেলে দাও... যদি তোমার ডান হাত তোমাকে পাপের পথে চালিত করে, তবে তা কেটে ফেলে দাও □□□□□;

ক. পাপের প্রতি চরম অনীহা। যিশু পাপের প্রতি শূন্য-সহনশীলতার মনোভাব শেখানোর জন্য সুস্পষ্ট চিত্রকল্প ব্যবহার করেন। অনুতাপের জন্য এমন যেকোনো কিছু দূর করার দৃঢ় পদক্ষেপ প্রয়োজন যা আমাদেরকে ঈশ্বর থেকে দূরে সরিয়ে দেয়, তা যতই ব্যয়বহুল হোক না কেন। জগৎ হয়তো পাপকে “পরিমিতভাবে” সহ্য করতে পারে, কিন্তু ঈশ্বর আমাদের এর সাথে কঠোরভাবে মোকাবিলা করার জন্য আহ্বান করেন। অতিরিক্ত পদ: রোমীয় ৮:১৩ - “কারণ তোমরা যদি মাংসিক জীবনযাপন করো, তবে তোমরা মরবে; কিন্তু যদি আত্মার দ্বারা দেহের মন্দ কাজসমূহকে দমন করো, তবে তোমরা বাঁচবে।” এটি সক্রিয়ভাবে পাপকে প্রত্যাখ্যান করার প্রয়োজনীয়তাকে আরও জোরদার করে।

খ. ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি অনুরাগ। অনুতাপ কেবল পাপ পরিহার করা (নেতিবাচক) নয়, বরং ঈশ্বরের ইচ্ছাকে আবেগভরে অনুসরণ করা (ইতিবাচক)। একটি অনুতপ্ত হৃদয় আগ্রহের সাথে শাস্ত্র অধ্যয়ন করে, উপাসনায় যোগ দেয়, বিশ্বাস ভাগ করে নেয় এবং অন্যদের সেবা করে। উদাহরণ: এমন একজনের কথা ভাবুন যিনি লোভের জন্য অনুতপ্ত হয়েছেন। তারা কেবল সঞ্চয় করাই বন্ধ করে না, বরং উদারভাবে দান করা শুরু করে, যা একটি পরিবর্তিত হৃদয়ের প্রতিফলন ঘটায়। অতিরিক্ত পদ: কলসীয় ৩:১৭ - “তোমরা কথায় বা কাজে যা কিছু করো, সবই প্রভু যীশুর নামে করো।” এটি দেখায় যে অনুতাপ ঈশ্বরের মহিমার প্রতি উৎসর্গীকৃত জীবনকে শক্তি জোগায়।

প্রশ্ন ৩: পাপের প্রতি ঈশ্বরের মতো আপনার কি তীব্র ঘৃণা আছে? এমন কোনো নির্দিষ্ট পাপ আছে কি যা আপনাকে দৃঢ়ভাবে মোকাবিলা করতে হবে? প্রশ্ন ৪: আপনি কি মনে করেন একজন অনুতপ্ত ব্যক্তি অধ্যবসায়ের সাথে বাইবেল অধ্যয়ন করবে, গির্জায় যাবে, তার বিশ্বাস অন্যদের সাথে ভাগ করে নেবে, অথবা দরিদ্রদের সেবা করবে? কেন বা কেন নয়?

### ৪. অনুশোচনা করো অথবা ধ্বংস হও

ধর্মগ্রন্থ: লুক ১৩:৫ “তোমরা যদি অনুতাপ না করো, তবে তোমরাও সকলে বিনষ্ট হবে।”

যিশুর কঠোর সতর্কবাণী মানবজাতিকে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করে: যারা অনুতপ্ত হয় এবং যারা বিনষ্ট হয়। এর মাঝে কোনো মধ্যবর্তী অবস্থা নেই। পরিত্রাণের জন্য অনুতাপ ঐচ্ছিক নয়—এটি অপরিহার্য। অতিরিক্ত পদ: ২ পিতর ৩:৯ - “প্রভু তাঁর প্রতিজ্ঞা পালনে বিলম্ব করেন না... বরং তিনি তোমাদের প্রতি ধৈর্যশীল; তিনি চান না যে কেউ বিনষ্ট হোক, বরং চান যেন সবাই অনুতপ্ত হয়।” এটি সকলের অনুতপ্ত হওয়ার জন্য ঈশ্বরের আকাঙ্ক্ষা এবং অপেক্ষা করার ক্ষেত্রে তাঁর ধৈর্যকে তুলে ধরে।

প্রশ্ন ৫: আপনি কি বাইবেলের শিক্ষা অনুসারে অনুতাপ করেছেন? যদি করে থাকেন, তবে এই পরিবর্তনটি কখন ঘটেছে? দ্রষ্টব্য: “যখন আমি শিশু ছিলাম” বা “অনেক আগে”-এর চেয়ে “গতকাল” বা “সম্প্রতি”-এর মতো উত্তরগুলো প্রকৃত অনুতাপকে প্রতিফলিত করার সম্ভাবনা বেশি। প্রয়োজনে, অনুতাপের সংকীর্ণ পথ (মথি ৭:১৩-১৪) স্পষ্ট করার জন্য পুনরায় অধ্যয়ন করুন। তাদের জীবন এবং তারা যাদের প্রশংসা করে এমন ধার্মিক ব্যক্তিদের জীবন গভীরভাবে খতিয়ে দেখুন। যদি কেউ অনুতাপ না করে, তবে তাকে কেন একজন প্রকৃত শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করা হবে? অতিরিক্ত পদ: মথি ৭:২১ - “যারা আমাকে ‘প্রভু, প্রভু’ বলে, তাদের সবাই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করবে না, বরং কেবল সেই ব্যক্তিই প্রবেশ করবে, যে আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা পালন করে।” এটি এই বিষয়টির উপর জোর দেয় যে প্রকৃত অনুতাপ বাধ্যগত বিশ্বাসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

প্রশ্ন ৬: আপনি এমন কতজন লোককে চেনেন যারা সত্যিই অনুতপ্ত হয়েছে? দ্রষ্টব্য: যদি কেউ মনে করে যে গির্জার বেশিরভাগ লোক বা তাদের “পুরানো গির্জার” লোকেরা অনুতপ্ত হয়েছে, তবে তারা হয়তো মূল বিষয়টি বুঝতে পারেনি। স্পষ্ট করে বলুন যে অনুতাপ একটি বিরল বিষয় এবং এর জন্য শিক্ষা ও জবাবদিহিতা প্রয়োজন (প্রেরিত ২৬:২০)। যতক্ষণ না তারা বিষয়টি বুঝতে পারে, ততক্ষণ পর্যন্ত এটি নিয়ে পুনরায় আলোচনা করুন।

## ৫. অনুতাপ বিষয়ে অতিরিক্ত অন্তর্দৃষ্টি

- অনুতাপ হলো এক দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব সৃষ্টিকারী সিদ্ধান্ত: অনুতাপ হলো হৃদয়ের এমন এক পরিবর্তন যা এক মুহুর্তে ঘটতে পারে কিন্তু জীবনব্যাপী রূপান্তর ঘটায়। খ্রীষ্টানরা যখন আধ্যাত্মিকভাবে বেড়ে ওঠেন, তখন পাপ বিষয়ে তাদের উপলব্ধি আরও গভীর হতে পারে, কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে তাদের প্রাথমিক অনুতাপ অকার্যকর ছিল। (ইব্রীয় ৬:১ – □□□□□; আসুন আমরা প্রাথমিক শিক্ষার ঊর্ধ্বে উঠি... অনুতাপের ভিত্তি পুনরায় স্থাপন না করে। □□□□□;)
- শুধু আন্তরিকতাই যথেষ্ট নয়: অনুতাপের জন্য পাপবোধ প্রয়োজন, কেবল বাইবেলের জ্ঞান বা সদিচ্ছা থাকলেই চলে না। (১ যোহন ১:৮-১০ – ক্ষমা লাভের জন্য পাপকে চেনা ও স্বীকার করা অপরিহার্য।)
- অ-খ্রিস্টান এবং অনুতাপ: যদিও বিরল, কিছু অ-খ্রিস্টান অনুতাপের লক্ষণ দেখাতে পারে (যেমন, নির্দিষ্ট পাপ থেকে ফিরে আসা)। তবে, খ্রিস্টের প্রতি ভক্তি এবং সুসমাচার প্রচার ছাড়া, তারা সম্ভবত সম্পূর্ণরূপে অনুতপ্ত হয়নি। (যোহন ১৪:১৫ – □□□□□; যদি তোমরা আমাকে ভালোবাসো, তবে আমার আদেশ পালন করো। □□□□□;)
- রূপান্তরের প্রত্যাশা করুন: জীবনের পরিবর্তন প্রায়শই বাস্তবের আগেই শুরু হয়, যখন পবিত্র আত্মা অনুশোচনা জাগান। কিন্তু স্থায়ী পবিত্রতা কেবল মানুষের প্রচেষ্টায় নয়, বরং ঈশ্বরের শক্তিতেই আসে। (গালাতীয় ৫:২২-২৩ – আত্মা অনুতপ্ত জীবনে ফল উৎপন্ন করেন।)

## অনুশোচনা ২: আত্মধার্মিকতা জয় করা

আত্মস্মৃতি—অর্থাৎ গভীর পরিবর্তনের প্রয়োজন ছাড়াই নিজে থেকে “যথেষ্ট ভালো” বলে বিশ্বাস করা—প্রকৃত অনুতাপে বাধা দেয়। এই অধ্যায়ে তাদের কথা বলা হয়েছে যারা নিজেদের পাপী হিসেবে দেখতে সংগ্রাম করেন, যা ধার্মিক ব্যক্তিদের মধ্যে একটি সাধারণ সমস্যা।

মূল শাস্ত্রপদ ও বিষয়সমূহ:

- লুক ৩:৭-১৪ – বাস্তবদাতা যোহন ধর্মীয় অহংকারের নিন্দা করেন এবং এর বাস্তব ফল (যেমন, উদারতা, সততা) কামনা করেন। অনুতাপের জন্য নম্রতা ও কর্মের প্রয়োজন।
- লুক ৫:৩১-৩২ – “আমি ধার্মিকদের নয়, কিন্তু পাপীদের অনুতাপের জন্য ডাকতে এসেছি।” যীশু তাদেরকেই লক্ষ্য করেন যারা পরিভ্রাণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে, তাদের নয় যারা নিজেদের স্বাবলম্বী মনে করে।
- লুক ৭:২৯-৩০ – ফরীশীরা অনুতাপ ও বাস্তব গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়ে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য প্রত্যাখ্যান করেছিল। আত্ম-ধার্মিকতা সম্ভাবনা নষ্ট করে।
- লুক ৭:৩৬-৫০ – পাপী নারীর ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা ফরীশীর আত্মধার্মিকতার বিপরীত চিত্র। নিজেদেরকে “হারিয়ে যাওয়া” হিসেবে দেখা ভক্তিকে আরও বাড়িয়ে তোলে।
- লুক ১৮:৯-১৪ – ফরীশীর দম্ভ নয়, বরং কর আদায়কারীর করুণার জন্য নম্র মিনতিই ধার্মিকতা লাভের দিকে পরিচালিত করে। অতিরিক্ত পদ: রোমীয় ৩:২৩-২৪ – “সকলেই পাপ করেছে এবং ঈশ্বরের মহিমা থেকে বঞ্চিত হয়েছে, কিন্তু সকলেই তাঁর অনুগ্রহে বিনামূল্যে ধার্মিক বলে গণ্য হয়।” এটি সকলের জন্য সমান সুযোগ তৈরি করে এবং আত্ম-ধার্মিকতাকে ভেঙে দেয়।

প্রশ্ন: আপনি কি নিজের ভালোত্বের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী, নাকি নিজেকে ঈশ্বরের অনুগ্রহের মুখাপেক্ষী একজন পাপী হিসেবে দেখেন? এটি আপনার দৈনন্দিন সিদ্ধান্তগুলোকে কীভাবে প্রভাবিত করে?

## অনুতাপ ৩: ধনী যুবক শাসক ও জাকিয়াস

এই গবেষণাটি যিশুর প্রতি দুজন ব্যক্তির প্রতিক্রিয়ার তুলনা করে অনুতাপের মূলভাব তুলে ধরে।

ধর্মগ্রন্থ:

- লুক ১৮:১৮-২৭ (ধনী যুবক শাসক) – এমন একজন ব্যক্তি যাকে ধার্মিক বলে মনে হয়, কিন্তু যিনি নিজের সম্পদ ত্যাগ করতে অস্বীকার করেন।
- লুক ১৯:১-১০ (সখীয়) – একজন ঘৃণিত পাপী যিনি আনন্দের সাথে অনুতাপ করেন এবং ক্ষতিপূরণ করেন।

তুলনা:

- সাদৃশ্য: দুজনেই ধনী, সুপরিচিত এবং বিনীতভাবে যিশুকে খোঁজেন (শাসক হাঁটু গেড়ে বসেন, জাকাইয়াস গাছে চড়েন)। দুজনেরই অনুতাপ করা প্রয়োজন, বিশেষ করে সম্পদের ব্যাপারে।
- পার্থক্য: শাসক তার “দেবতা” (টাকা)-কে আঁকড়ে ধরে থাকে এবং দুঃখ নিয়ে চলে যায়, অপরদিকে যাক্কাই দ্রুত অনুতপ্ত হয় এবং উদারভাবে দান করার ও ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করে (লুক ১৯:৮; তুলনা করুন ২ করিন্থীয় ৭:১০)। “অসম্ভাব্য” শিষ্য (যাক্কাই) পরিত্রাণ লাভ করে, অপরদিকে “নিশ্চিত” ব্যক্তিটি (শাসক) ব্যর্থ হয়। অতিরিক্ত পদ: মার্ক ১০:২১ – শাসককে “সবকিছু বিক্রি করে দিতে” যিশুর আহ্বান এটাই দেখায় যে, অনুতাপের জন্য সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ প্রয়োজন।

উপসংহার: যীশু যে আমূল অনুতাপের দাবি করেছিলেন (মার্ক ১০:২৪-২৬), তা দেখে শিষ্যরা হতবাক হয়েছিলেন, তবুও যারা নিজেদের সবকিছু সমর্পণ করে, ঈশ্বর তাদের জন্য প্রচুর আশীর্বাদের প্রতিশ্রুতি দেন (মার্ক ১০:২৯-৩০ – “এই বর্তমান যুগে শতগুণ বেশি... এবং পরকালে অনন্ত জীবন”)

প্রশ্ন: যিশুর প্রতি আপনার প্রতিক্রিয়া কি ধনী যুবক শাসকের মতো, নাকি জাকাইয়ের মতো? সম্পূর্ণরূপে অনুতপ্ত হতে আপনার কী ত্যাগ করার প্রয়োজন হতে পারে?

## উপসংহার: আনন্দময় অনুতাপের আহ্বান

অনুতাপ হলো পরিত্রাণ, সতেজতা এবং এক রূপান্তরিত জীবনের প্রবেশদ্বার। এটি পাপ থেকে ফিরে ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসরণ করার এক আমূল ও উদ্যোগী সিদ্ধান্ত, যা এমন ফল উৎপন্ন করে যা তাঁকে মহিমাষিত করে। প্রেরিত ৩:১৯ পদে যেমন প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে, অনুতাপ “সতেজতার সময়” নিয়ে আসে এবং ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করে। আনন্দের সাথে এই আহ্বান গ্রহণ করুন, এই জেনে যে ঈশ্বরের অনুগ্রহ আপনাকে একজন প্রকৃত শিষ্য হিসেবে জীবনযাপন করার শক্তি জোগায়! শেষ পদ: গীতসংহিতা ৫১:১০-১২ – “হে ঈশ্বর, আমার অন্তরে এক নির্মল হৃদয় সৃষ্টি করুন এবং আমার মধ্যে এক স্থির আত্মা পুনর্নবীকরণ করুন... আপনার পরিত্রাণের আনন্দ আমাকে ফিরিয়ে দিন।”